F. No. FC-11/61/2021-FC

ভারত সরকার

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক

(বন সংরক্ষণ বিভাগ)

ইন্দিরা পর্যাবরণ ভবন,
আলীগঞ্জ, জোড়বাগ রোড, নয়াদিল্লি - ১১০০০৩
তারিখ: ০২রা অক্টোবর, ২০২১

প্রতি

১. অতিরিক্ত মুখ্য সচিব (বন)/প্রধান সচিব (বন), সব রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল
২. PCCF, সমস্ত রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল
৩. আঞ্চলিক কর্মকর্তা, সকল IRO, MoEFCC
৪. সংশ্লিষ্ট সবাই

উপ: বন (সংরক্ষণ) আইন, ১৯৮০-এর প্রস্তাবিত সংশোধনের বিষয়ে মন্তব্য/পরামর্শ আহ্বান - রেজি।

ম্যাডাম/স্যার,

আমাকে জানাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার, বন (সংরক্ষণ) আইন, ১৯৮০-এর বিধানগুলোকে সুসংগঠিত করার জন্য কিছু সংশোধন আনার প্রস্তাব করেছেন। বিগত চল্লিশ বছরের মধ্যবর্তী সময়ে, দেশের পরিবেশগত, সামাজিক এবং পরিবেশগত ব্যবস্থার যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। উক্ত সময়ে, বিভিন্ন বিধি এবং নির্দেশিকা আকারে যথাযথ আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে, আমাদের দেশের পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক চাহিদার পরিবর্তনশীলতার সাথে আইনের বিধানগুলিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলার প্রচেষ্টা করা হয়েছে । তবুও, বর্তমান পরিস্থিতিকে কার্যকরভাবে খাপ খাইয়ে নিতে, বিশেষ করে সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের ত্বরিত সংহতকরণের জন্য, আইনটি আরও সংশোধন করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বন (সংরক্ষণ) আইন, 1980-এর প্রস্তাবিত সংশোধনের একটি পাবলিক কনসালটেশন পেপার এই চিঠির সাথে দেওয়া হয়েছে এবং তার একটি কপি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে, যা www.parivesh.nic.in-এ পাওয়া যাবে।

উপরোক্ত বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে, রাজ্য সরকার, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট ইস্যুর তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে বন (সংরক্ষণ) আইন, ১৯৮০-এ প্রস্তাবিত সংশোধনের বিষয়ে তাদের মতামত/পরামর্শ শেয়ার করতে অনুরোধ করছি। এই চিঠির প্রত্যুত্তর fca.amendment@gov.in এ ইমেলের মাধ্যমে জমা দিতে অনুরোধ করছি।

এই চিঠি মন্ত্রণালয়ের যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত।

ইতি,

এসডি/-

(সন্দীপ শর্মা)

সহকারী বন মহাপরিদর্শক

কপি পাঠানো হলঃ

1. নির্দেশক (প্রযুক্তি), এনআইসি, মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে কাগজ আপলোড করার অনুরোধ সহ।

বন (সংরক্ষণ) আইন, ১৯৮০-এর প্রস্তাবিত সংশোধনী বিষয়ক পরামর্শ পত্র

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক
ভারত সরকার
আইপি ভবন
জোড়বাগ রোড, নয়াদিল্লি
অক্টোবর, ২০২১

ক. পটভূমিকা

১. বন (সংরক্ষণ) আইন প্রণীত এবং প্রযোজ্য হয় ১৯৮০-এর সালের ২৫ শে অক্টোবর থেকে (এই লেখায় পরবর্তী ক্ষেত্রে এটিকে শুধুমাত্র 'এই আইন' নামে আভিহিত করা হবে)। এই আইনের প্রস্তাবনা বর্ণনা করে যে, এটি বন সংরক্ষণ ও তার সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়গুলি বা আনুষঙ্গিক

বিষয় বা আকস্মিক সংঘটিত বিষয়ের জন্য একটি আইন। পার্লামেন্টের সামনে বিলটি উপস্থাপন করার সময় (১৯৮০ সালের বিল নং ২০১) এই বিলের উদ্দেশ্য এবং কারণগুলির বিবৃতি নিম্নরূপ ছিল:

উদ্দেশ্য এবং কারণগুলি

১. বনাঞ্চল ধ্বংস হলে *পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি* হয় *এবং পরিবেশ*গত *অবনতি* ঘটে থাকে। *দেশে ব্যাপকভাবে* বনাঞ্চল ধ্বংস *হচ্ছে এবং* যার উদ্বেগজনক প্রভাব অনস্বীকার্য।

২. *অধিকতর* বনাঞ্চল ধ্বংস হওয়া রোখার উদ্দেশ্যে, *রাষ্ট্রপতি ২৫ শে অক্টোবর,* ১৯৮০, *বন (সংরক্ষণ) অধ্যাদেশ,* ১৯৮০ *প্রবর্তন করেন। অধ্যাদেশটি সংরক্ষিত বনাঞ্চলের* অসংরক্ষণ *এবং* বনাঞ্চলের বন-বহির্ভূত কার্যে *ব্যবহারের জন্য, কেন্দ্রীয় সরকারের* থেকে *পূর্ব* অনুমোদনপ্রাপ্তি বাধ্যতামূলক *করে তোলে।* এই *অর্ডিন্যান্সে কেন্দ্রীয় সরকারকে এই ধরনের অনুমোদনের বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠনেরও বিধান* রাখা *হয়েছিল।*

৩. *বিলটি পূর্বোক্ত অধ্যাদেশকে প্রতিস্থাপন করতে চায়।*

২. ১৯৮৮ সালে 'এই আইনটি' সংশোধন করা হয়েছিল। ১৯৮৮ সালে সংশোধনের পর, 'এই আইনটি'কে বর্তমান রূপে এখানে সংযুক্ত করা হয়েছে।

৩. ১২.১২.১৯৯৬ পর্যন্ত, সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল যে; যেসব বনাঞ্চল ভারতীয় বন আইন, ১৯২৭ বা অন্য কোন স্থানীয় আইনের অধীনে ঘোষিত বনগুলিতে এবং যেসব বন বনবিভাগের আওতাধীন ছিল; শুধুমাত্র সেই বনাঞ্চলগুলিতে রাজ্য সরকার, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল প্রশাসন এবং কেন্দ্রীয় সরকার 'এই আইন'-এর বিধানগুলি প্রয়োগ করতেন। মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট তাদের রায় ১২.১২.১৯৯৬ তারিখের রিট পিটিশন (সিভিল) নং ২০২/১৯৯৫-এ টি. এন. গোদবর্মণ থিরুমুলপাদ বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্যরা, মামলায় 'এই আইন'-এর প্রয়োগযোগ্যতার পরিসর স্পষ্ট করে রায় দেবার পরবর্তীকালে, 'এই আইন'-এর বিধানগুলি যে যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়েছে, তা হল:

ক) মালিকানা, স্বীকৃতি এবং শ্রেণীবিভাগ নির্বিশেষে যে কোনো এলাকা যা কোনও সরকারি নথিতে 'বন' হিসাবে নথিভূক্ত করা হয়েছে। যে কোন আইনের অধীনে, কোনো এলাকা বন হিসাবে বিজ্ঞপ্তিকৃত হলেও তা 'এই আইন'-এ অন্তর্ভুক্ত হবে;

খ) উপরের উপ-প্যারা (ক)-এর আওতাভুক্ত সমস্ত এলাকা সমূহ ব্যতিত *'বন'-এর 'অভিধানিক' অর্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ* সমস্ত এলাকা।
গ) সুপ্রিম কোর্টের ১২.১২.১৯৯৬ তারিখের আদেশ এবং হলফনামা অনুসারে গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক 'বন' হিসাবে চিহ্নিত সমস্ত এলাকা সমূহ 'এই আইন'-এর আওতাধীন এবং সেই তথ্য ১৯৯৭ সালে সুপ্রিম কোর্টে পঞ্জীকরণ করা হয়েছে।

রাজ্য সরকারগুলিও উক্ত আইনের বিধানগুলো প্রয়োগ করার মাধ্যমে প্রতিটি রাজ্যে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ কমিটি দ্বারা বন হিসাবে চিহ্নিত অন্যন্য এলাকা সমুহ এবং যেসমস্ত ভুমি বনাঞ্চলে আওতাধীন

সেগুলি অন্তর্ভুক্ত করেন। উপরোক্ত আদালতের আদেশটির বিশ্লেষণ ও অনুমান দ্বারা 'এই আইন'-টি বনভূমি নয় এমন এলাকাতে বৃক্ষরোপনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হচ্ছে।

৪. আইনের বিধান অনুসারে, কোন রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল প্রশাসন কোন বনভূমির চরিত্র বদল, অসংরক্ষণ বা ইজারা প্রদানের আদেশ দেওয়ার আগে, কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ব অনুমোদন বাধ্যতামূলক।

খ. যে বিষয়গুলিতে পরামর্শ আহ্বান করা হচ্ছে

1. বর্তমান প্রেক্ষাপটে সমস্ত সরকারি বনভূমি (বিজ্ঞাপিত হোক বা না হোক) এবং যে কোনো সরকারি নথিতে বন হিসাবে নথিভূক্ত এলাকা 'এই আইন'-এর আওতায় আসে। এছাড়াও, মালিকানা এবং শ্রেণীবিন্যাস নির্বিশেষে বৃক্ষযুক্ত যে কোনও জমি 'এই আইন'-এর আওতাধীন হবে, যদি স্থানীয়ভাবে নির্ধারিত কিছু মানদণ্ডের ভিত্তিতে সেই এলাকা বন হিসাবে বিবেচিত হয়। এই ধরনের ভূমিসনাক্তকরণ পদ্ধতি কিছু ক্ষেত্রে কারণ নির্ধারিত এবং স্বেচ্ছাচারী। এই পদ্ধতি অস্বচ্ছতার সাথে পরিচালিত হবার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে এবং বেসরকারী ব্যক্তি এবং সংস্থাগুলির মধ্যে প্রবল বিরক্তি সৃস্টি করে, ফলস্বরূপ তারা প্রতিরোধের সৃষ্টি করে। যে কোনো ব্যক্তিগত এলাকাকে বন হিসেবে বিবেচনা করা হলে, কোনো ব্যক্তির তার নিজের জমি বন বহির্ভূত অন্যান্য কাজের জন্য ব্যবহার করার অধিকারকে সীমাবদ্ধ করবে। 'এই আইন'-এ বিধান থাকলেও বহু ক্ষেত্রেই সরকার ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রস্তাব বিবেচনা ও অনুমোদন করে না। এমনকি অনুমোদিত হলেও, জমির মালিককে তার নিজের জমি অ-বনায়নের উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য সমতুল্য অ-বনভূমি এবং অন্যান্য ক্ষতিপূরণমূলক শুল্ক প্রদান করতে হয়। এর ফলে জমিতে বৃক্ষ রোপণের সুযোগ থাকলেও, বেশিরভাগ বেসরকারী মালিকের জমি গাছপালা বিহীন রাখার প্রবণতা সৃষ্টি হচ্ছে। এই সমস্ত বিষয়ের/ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, 'এই আইন'-এর প্রয়োগের ক্ষেত্র বস্তুনিষ্ঠভাবে সংজ্ঞায়িত করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হচ্ছে।

২. 'এই আইন'-এর প্রয়োগযোগ্যতার বিস্তৃত ব্যাখ্যার কারনে রেলপথ, মহাসড়ক ইত্যাদির 'পথের অধিকার' (RoW, Right of Way) বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, ফলস্বরূপ রেলপথ মন্ত্রণালয়, সড়ক, পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রণালয় ইত্যাদিতে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। রেলপথ ও সড়কপথ নির্মাণ ও প্রতিস্ঠার উদ্দেশ্যে ১৯৮০ সালের বহু পূর্বে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সমস্ত উন্নয়ন মুলক প্রতিষ্ঠান গুলির দ্বারা আগেই এই Right of Way (RoW) গুলি আনুষ্ঠানিকভাবে অধিগ্রহণ করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়। ১৯৮০ সালের আগে অধিগৃহীত জমির আংশিক এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছিল এবং অধিগৃহীত জমির বাকি অংশ ভবিষ্যৎ নির্মাণ ও বিস্তারের/ সম্পপ্রসারণের জন্য সংরক্ষিত ছিল। ১৯৮০ সালের আগে থেকেই অধিগৃহীত জমির অব্যবহৃত অংশে গাছগাছালি ও বনাঞ্চল ছিল এবং বিভিন্ন সরকারী পরিকল্পনায় ফাঁকা জমি গুলিতে গাছপালা রোপণ করা হয়েছিল। অধিগৃহীত জমিতে এইভাবে রোপিত গাছপালার নিশ্চিত সুরক্ষার্থে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংরক্ষিত বনাঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। এই সমস্ত জমি বনাঞ্চল ব্যতিরেকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভারত সরকারের অগ্রিম অনুমতির প্রয়োজন। মাননীয় সুপ্রীম কোর্ট আইনের প্রয়োগ এবং আইনের প্রয়োগের সম্ভাবনার উপরেও ব্যাখ্যা প্রদান করেছে। সুতরাং, জমির মালিক সংস্থাগুলি (রেল, এনএইচএআই, পিডব্লিউডি, ইত্যাদি) 'এই আইন'-এর অধীনে অনুমোদন গ্রহণের পাশাপাশি নির্ধারিত ক্ষতিপূরণমূলক শুল্ক যেমন নেট বর্তমান মূল্য (এনপিভি), ক্ষতিপূরণমূলক বনায়ন (সিএ) ইত্যাদি প্রদান করতে বাধ্য হচ্ছে সেই জমির কারনে, যা মূলত অ-বনায়ন উদ্দেশ্যে অর্জিত হয়েছিল। মন্ত্রণালয় ২৫.১০.১৯৮০-এর আগে অধিগ্রহণ করা এই ধরনের জমিগুলিকে আইনের আওতা থেকে ছাড় দেওয়ার কথা ভাবছে।

৩. (i) একথা সত্য যে ভারত মূলত একটি গ্রীষ্মমন্ডলীয় ক্রান্তীয় দেশ হওয়ায়, এখানকার ভূমিতে গাছপালার স্বতঃস্ফূর্ত ও দ্রুত বৃদ্ধির একটি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক প্রবণতা রয়েছে, যাকে অনিয়ন্ত্রিত ছেড়ে দেওয়া হলে কিছু সময়ের মধ্যেই গাছপালার যথোপযুক্ত বৃদ্ধির ফলে, সেই অঞ্চলকে আভিধানিক অর্থ অনুসারে বন হিসাবে গন্য করতে হবে। তখন এই ধরনের জমিগুলি 'এই আইন'-এর আওতায় এসে পড়বে। যার ফলে, সাধারণভাবে মানুষের মধ্যে নিজের জমিতে উদ্ভিদবৃদ্ধির প্রাকৃতিক ঘটনাকে বাধা দেবার প্রবনতা সৃষ্টি হবে।

(ii) জাতীয় বন নীতি, ১৯৮৮ আনুযায়ী, দেশের এক-তৃতীয়াংশ এলাকা বন ও বৃক্ষযুক্ত করার যে লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল, তা অর্জনের জন্য বৃক্ষরোপণের যে গতি প্রয়োজনীয়, সেই তুলনায় বর্তমান বৃক্ষরোপনের গতি মোটেই সন্তোষজনক নয়। বর্তমানে দেশের বনাঞ্চল ও বৃক্ষভূমি, দেশের মোট ভৌগোলিক এলাকার প্রায় ২৪.৫৬% এবং বনভূমি বাড়ানোর একটি বাস্তব সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। অতএব, বাস্তুতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত সুবিধার জন্য, ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমি সহ আরো অনেক বেশী পরিমান বনভূমি নয় এমন জমিতে বৃক্ষরোপনের আওতায় আনা প্রয়োজন।

(iii) এছাড়াও, ২০৩০ সালের মধ্যে, ২.৫-৩.০ বিলিয়ন টন কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহনের সমতুল্য 'কার্বন সিংক' সৃষ্টির 'জাতীয় নির্ধারিত অবদান'-এর (Nationally Determined Contribution, NDC) যে লক্ষ্যমাত্রা তা পূরণ করার জন্য এবং ৪৫ হাজার কোটি টাকা মূল্যমানের কাঠ ও কাঠজাত দ্রব্য আমদানীর ফলে বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয়ের গতিকে হ্রাস করার প্রয়োজনে; সরকারী বনাঞ্চলের জমির বাইরেও, সমস্ত উপযুক্ত এবং সম্ভবপর জমিতে, বৃক্ষরোপন ও বনায়নে উৎসাহপ্রদান জরুরীভিত্তিতে করা প্রয়োজন। কিন্তু তা করতে গেলে, বৃক্ষরোপনে উৎসাহী মানুষদের এই বিষয়ে ভরসা দেওয়া প্রয়োজন, যে তাদের নিজস্ব জমিতে বৃক্ষরোপনের ফলে তাদের জমি 'এই আইন'-এর আওতায় এসে পড়বে না।

৪. ভারতে বনাঞ্চলের বিভিন্নধরনের ভূমি নথিভূক্তিকরন আছে। অনেক সময় একই জমির রাজস্ব বিভাগ এবং বনবিভাগের নথিতে পরস্পরবিরোধী তথ্য নথিভূক্ত রয়েছে। যা ভুলভাবে ব্যাখ্যায়িত হওয়া এবং আইনী দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করার সুযোগ তৈরি করেছে। অতএব, এইসব ক্ষেত্রে 'এই আইন'-এর প্রয়োগযোগ্যতা সম্পর্কেও স্পষ্টতা প্রয়োজন। রাজস্ব রেকর্ডে সংবিধিবদ্ধভাবে জমির মালিক এবং বনসহ যেকোনো ভূমির প্রকৃতি প্রতিফলিত করতে হবে। একথা সুদৃঢ়ভাবে অনুভূত হচ্ছে যে, বনভিত্তিক ক্রিয়াকলাপকে উৎসাহিত করার জন্য, ১২.১২.১৯৯৬-এর পরে যে কোন অ-বনভূমিতে বৃক্ষরোপণ, বনায়ন ইত্যাদির উল্লেখ রাজস্ববিভাগের নথিতে পাওয়া গেলে সেই জমিটিকে আইনের আওতার বাইরে প্রয়োজন। (কৃষিগত বনায়ন এবং অন্যান্য বৃক্ষ রোপণ পদ্ধতি সহ)।

৫. অনেক রাস্তা এবং রেল লাইনের পাশে, কিছু 'স্ট্রিপ প্লান্টেশন' বিকশিত হয়েছে এবং তাদের বন হিসাবে বিজ্ঞাপিত করে দেওয়া হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে রাস্তা/রেলপথের পাশের এইসমস্ত এলাকা/জমিতে জনবসতি প্রভূত গড়ে উঠেছে। এইসমস্ত ব্যবহারিক পরিকাঠামোগুলির (ব্যক্তিগত এবং সরকারী) অবশ্যই প্রবেশপথের প্রয়োজন (রাস্তা/রেলপথ), কিন্তু, বহুক্ষেত্রেই দেখা যায় এই প্রবেশপথের রাস্তা/রেললাইনগুলি তথাকথিত বিজ্ঞাপিত স্ট্রিপ বনাঞ্চলগুলির উপর দিয়ে যাচ্ছে। তখন, যেহেতু এই ক্রিয়াকলাপটি বনভূমির অ-বনায়ন ব্যবহারে হিসাবে পরিগনিত হবে, এক্ষেত্রে, কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্বানুমতি প্রয়োজন। প্রতিটি ক্ষেত্রে বনভূমির প্রয়োজনীয়তা প্রায় ০.০৫ হেক্টর। মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য হচ্ছে যে, বসবাসকারী বাসিন্দাদের/ব্যবসার মালিকদের কষ্ট লাঘবের জন্য এই ধরনের প্রতিটি প্রবেশপথের জন্য ০.০৫ হেক্টর পর্যন্ত ছাড় দেওয়া।

৬। 'এই আইন'-এর বর্তমান বিধানগুলি নিয়ন্ত্রনকারক কিন্তু নিষেধাজ্ঞামূলক নয়, ফলস্বরূপ, যেসব বনাঞ্চলের স্বতন্ত্রতা এবং বিশেষ প্রাকৃতিক স্থিতিবিন্যাসের কারণে উচ্চতর সুরক্ষার প্রয়োজন, সেসব অঞ্চলের অ-বনায়ন নিষিদ্ধ করার জন্য 'এই আইন'-এ কোন বিধান নেই। তদুপরি, আইনটি কার্যকর হওয়ার পর থেকে, ৪০ বছরেরও বেশি সময়কালের মধ্যে, বাস্তুতন্ত্রগত এবং পরিবেশগত ব্যবস্থায় যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে। পরিবর্তিত পরিবেশগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মোকাবিলায়, প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ, সুরক্ষা ও উন্নয়নের জন্য ব্যবহৃত নীতি ও কর্মসূচীগুলি সারা বিশ্বজুড়েই ক্রমাগত রূপান্তরিত ও পরিবর্তিত হয়েছে। এই ধরনের বিশিষ্ট পরিবর্তশীলতার মোকাবিলা করার জন্য, মন্ত্রণালয়, সমৃদ্ধ পরিবেশগত সম্পদসমৃদ্ধ কিছু প্রাচীন বনকে একটি নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য পরিবর্তনহীন ও অক্ষুন্ন রাখার জন্য 'এই আইন'-এ একটি কার্যকর বিধান প্রবর্তনের কথা ভাবছে।

৭. দেশের সীমানা অক্ষুণ্ন রাখতে এবং সার্বভৌমত্ব বজায় রাখার জন্য আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকায় পরিকাঠামো উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বনভূমির অ-বনায়ন ব্যবহারের অনুমোদন পাওয়ার বর্তমান পদ্ধতিতে, অনেক সময়, কৌশলগত এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রকল্প বিলম্বিত হয় যার ফলে স্পর্শকাতর স্থানে এই ধরনের পরিকাঠামো উন্নয়নে বিঘ্ন ঘটে। এই ধরনের প্রকল্পগুলিকে 'এই আইন'-এর বিধানের অধীনেই কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্বানুমতি গ্রহণ থেকে অব্যাহতি দেওয়া উচিত এবং রাজ্যগুলিকে এই ধরনের কৌশলগত ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বনভূমির অ-বনায়নের জন্য ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া উচিত যা একটি নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে।

৮. খনির ইজারার ক্ষেত্রে অনেকসময় দেখা গেছে যে, 'এই আইন'-এর উপ-ধারা ২(ii) এবং ২(iii) একসাথে প্রয়োগ হলে বহু বিষয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। উপ-ধারা ২(iii) ইজারা বরাদ্দ বিষয়ক, উপ-ধারা ২(ii) অ-বনায়ন উদ্দেশ্যে বনভূমি ব্যবহার বিষয়ক। উপ-ধারা ২(iii) এর অধীনে বর্তমান বিধান অনুসারে, শুধুমাত্র বনভূমির NPV-র ক্ষেত্রে অনুমতি প্রদানযোগ্য। এই ধরনের অনুমতিপ্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে বিবেচনা করার প্রক্রিয়ার সময় যথাযথ পরিস্থিতি বিবেচনার সুযোগ কম। যদিও উপ-ধারা ২(ii)-এর অধীনে অনুমতি প্রদানের জন্য, 'সিদ্ধান্ত সমর্থন ব্যবস্থা' (Decision Support System) ব্যবহার করে যেকোনো প্রস্তাবের অতি বিস্তারিত পরীক্ষা করা হয়, এছাড়াও, বিভিন্ন নিয়মাবলীতে উল্লিখিত বিশেষ পরীক্ষাপদ্ধতি ও বিভিন্ন আদালতের আদেশ অনুসারে নির্ধারিত বিভিন্ন পদ্ধতি, সবকিছুই ব্যবহার করা হয়। বনের NPV ছাড়াও অন্যান্য ক্ষতিপূরণমূলক শুল্ক যেমন ক্ষতিপূরণমূলক বনায়নের (CA) জন্য অর্থ, ক্ষতিপূরণমূলক বনায়নের (CA) জন্য ভূমি, নিরাপত্তা অঞ্চলের বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি সমস্ত কিছুই প্রদান করতে হয়। এইভাবে, একটি খনির ইজারাধারী উপ-ধারা ২(iii) এর অধীনে অনুমতি নিতে পারে এবং NPV-র অর্থ প্রদান করে বনভূমির একটি বড় অংশ ব্যবহার করতে পারে। তা সত্বেও, উপ-ধারা ২(iii) এর অধীনে এই ধরনের অনুমতিকে 'বন ছাড়পত্র' হিসাবে গণ্য করা হবে কি না সে বিষয়টি স্পষ্ট নয়। এছাড়াও, যেক্ষেত্রে ইজারাদার উপ-ধারা ২(iii) অনুমতি নিয়েছেন কিন্তু উপ-ধারা ২(ii) এর অধীনে আবেদন করেননি, সেক্ষেত্রে পরিবেশ (সুরক্ষা) আইন, ১৯৮৬-র অধীনে 'পরিবেশ ছাড়পত্র' যা মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট অনুমোদন করেছিলেন fait accompli পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য, সেটিও এই ক্ষেত্রে ব্যবহার্য কি না তাও বিশেষ স্পষ্ট নয়। উপ-ধারা ২(iii), বৃক্ষরোপন (যেখানে জমি ভাঙা বা সাফ করা উদ্দেশ্য নয়) সম্পর্কিত উদ্দেশ্য লিজের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত করাই মূল উদ্দেশ্য। অন্য ইজারাগুলি যেগুলি বনভূমি ভাঙা/ পরিষ্কার করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে (উদাহরনঃ খনির ইজারা হিসাবে) এই উপধারা ব্যবহার হবার কথা নয়। কিন্তু পরবর্তীতে, উপ-ধারা ২(iii) খনির এবং এই ধরনের অন্যান্য ইজারাগুলিতেও প্রয়োগ করা শুরু হয়েছিল। অতএব, প্রস্তাব করা হয়েছে যে আইনের উপ-

ধারা ২(iii) মুছে ফেলা হবে এবং স্পষ্ট করা হবে যে উপ-ধারা ২(ii) অ-বনায়নের উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য যেকোনো ধরনের ইজারা বরাদ্দের ক্ষেত্রে আহ্বান করা যেতে পারে।

৯. নতুন প্রযুক্তি আসছে যেমন এক্সটেন্ডেড রিচ ড্রিলিং (ইআরডি), যা বনভূমির বাইরে থেকে ড্রিলিং গর্ত তৈরি করে এবং বনাঞ্চলের মাটি বা জলকে প্রভাবিত/ক্ষতিগ্রস্থ না করে, অরণ্য ভূমির নিচে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস অনুসন্ধান বা উত্তোলন করতে সক্ষম। মন্ত্রণালয় মনে করে যে এই ধরনের প্রযুক্তির ব্যবহার বেশ পরিবেশবান্ধব এবং এগুলিকে 'এই আইন'-এর আওতার বাইরে রাখা উচিত।

১০. বেসরকারী ব্যক্তিদের, যাদের জমি রাজ্য নির্দিষ্ট ব্যক্তিগত বন আইনের মধ্যে পড়ে বা সুপ্রিম কোর্টের ১২.১২.১৯৯৬ তারিখের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বনভিত্তিক সংজ্ঞার আওতায় আসে এবং সেই কারনে যেখানে বন সংরক্ষণ আইন এখন প্রযোজ্য, এই ধরনের মালিকদের অভিযোগ লাঘব করার জন্য, ২৫০বর্গ মিটার এলাকা পর্যন্ত কাঠামো নির্মাণের (বন সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং আবাসিক ইউনিট সহ) একবার মাত্র অনুমতি দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।

১১. 'এই আইন'-এর ধারা ২-এ 'অ-বনায়ন ব্যবহার'-এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই ধারাটিতে, যে ক্রিয়াকলাপগুলিকে অ-বনায়ন কার্যকলাপ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে সেগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এগুলি এই ধারার উদ্দেশ্যে নয়। সুতরাং, বন এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকলাপগুলিকে অ-বনায়ন কার্যক্রম হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয়। তদনুসারে, প্রস্তাব করা হয়েছে যে, চিড়িয়াখানা, সাফারি, বন প্রশিক্ষণ অবকাঠামো ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা, এইধরনের ক্রিয়াকলাপগুলি "অ-বনায়ন কার্যক্রম" এর অর্থের মধ্যে আসা উচিত নয়।

১২. 'এই আইন'-এ ক্ষতিপূরণমূলক শুল্ক আরোপ করা বাধ্যতামূলক, এর ফলে যথাসময়ে বনভূমি এবং এটি প্রদানকারী বাস্তুতন্ত্র সংক্রান্ত পরিষেবাগুলি জমি অ-বনায়নের উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত হওয়ার পরে উন্নত হয়ে ওঠে। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, একই বিষয়ে দ্বিতীয়বার শুল্কগ্রহন করা হচ্ছে যা বস্তুত অনৈতিক ও অযৌক্তিক (যেমন একই উদ্দেশ্যে ইজারা নবায়নের সময় দ্বিতীয়বার)।

১৩. আইনে স্পষ্ট শাস্তিমূলক বিধান থাকা সত্ত্বেও, আইনের বিধান লঙ্ঘনের বেশ কিছু উদাহরণ রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টিভঙ্গি হল যে 'এই আইন'-এর অধীনে, শাস্তিকে আরও কঠোর করে, অপরাধকে আরও নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করা হবে। এই বিষয়ে, ধারা ২ এর অধীন অপরাধগুলি এখন সাধারণ কারাদণ্ডের শাস্তিযোগ্য করার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে, যা এক বছর পর্যন্ত হতে পারে এবং অপরাধটি পরিচয়যোগ্য এবং জামিনঅযোগ্য হবে। ইতিমধ্যে করা ক্ষতিগুলির ক্ষেত্রে, ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলের উন্নতির চেষ্টার জন্য ধারা ৩ক এর অধীনে শাস্তির পাশাপাশি শাস্তিমূলক ক্ষতিপূরণের বিধান প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়াও, প্রস্তাব করা হয়েছে যে যদি রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসনের কোন কর্তৃপক্ষ 'এই আইন'-এর অধীনে অপরাধের সাথে জড়িত থাকে, তাহলে শাস্তিমূলক ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ রাজ্য ক্যাম্পা-র (State CAMPA) পরিবর্তে জাতীয় ক্যাম্পায় (National CAMPA) জমা হবে।

১৪. বনভূমিতে প্রকৃত অ-বনায়ন কার্যকলাপ বিবেচনা বা প্রস্তাব করার আগে, জরিপ এবং তদন্ত কার্যক্রম করা হয়। এই ধরনের অনেক ক্রিয়াকলাপে বনের জমি খুব অল্প সময়ের জন্য ব্যবহার করা হয় এবং বনের জমি বা তার জীববৈচিত্র্যের কোন বোধগম্য পরিবর্তন হয় না। কিন্তু যেহেতু

এই ধরনের ক্রিয়াকলাপগুলিকে অ-বনায়ন ক্রিয়াকলাপ হিসাবে বিবেচনা করা হয়, তাই আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ব অনুমোদন চাওয়া হয় যা সময়সাপেক্ষ। এই সমস্যা সমাধান করার জন্য, বিশেষ করে এই ধরনের কার্যকলাপে যেখানে প্রভাব অতি ক্ষীণ যে তা অনুধাবনযোগ্য নয়, সেক্ষেত্রে 'এই আইন'-এর বিধান প্রযোজ্য নাও হতে পারে।

সংযুক্তি

দ্য ফরেস্ট (কনজারভেশন) অ্যাক্ট, ১৯৮০
(১৯৮৮ সালে করা সংশোধনী সহ)

বনাঞ্চল সংরক্ষণের জন্য এবং এর সাথে সম্পর্কিত বিষয় বা আনুষঙ্গিক বা তাৎক্ষনিক ঘটা বিষয়গুলির জন্য একটি আইন।
ভারত প্রজাতন্ত্রের একত্রিশ বছরে সংসদে এটি নিম্নরূপ প্রণয়ন করা হোক:-

১. সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, ব্যাপ্তি এবং সূচনা-

(i) এই আইনটিকে বন (সংরক্ষণ) আইন, ১৯৮০ বলা যেতে পারে।
(ii) এটি জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ব্যতীত সমগ্র ভারতে বিস্তৃত।
(iii) এটি ১৯৮০ সালের ২৫শে অক্টোবর থেকে বলবৎ হয়েছে বলে গণ্য হবে।

২. বনভূমির অনির্ধারিত সংরক্ষণ বা অ-বনায়ন উদ্দেশ্যে বনভূমি ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা

একটি রাজ্যে আপাতত বলবৎ অন্য যে কোন আইনে যা কিছু আছে তা সত্ত্বেও, কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোন রাজ্য সরকার বা অন্য কর্তৃপক্ষ যা করবে না -
i) যে কোন সংরক্ষিত বন (সে রাজ্যে সেই সময়ে বলবৎ যে কোন আইনে "সংরক্ষিত বন" অভিব্যক্তির অর্থের মধ্যে) অথবা তার কোন অংশ অসংরক্ষিত করা;
ii) যে কোন বনভূমি বা তার কোন অংশ বন বহির্ভূত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা;
iii) যে কোন বনভূমি বা তার কোন অংশ ইজারা বা অন্য কোন বেসরকারী ব্যক্তিকে অথবা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন, এজেন্সি বা সরকারের মালিকানাধীন, পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত নয় এমন অন্য কোন সংস্থাকে বরাদ্দ করা;
iv) যে কোন বনভূমি বা তার কোন অংশ পুনরায় বনায়নের জন্য ব্যবহারের উদ্দেশ্যে, সেই জমি বা তার অংশে প্রাকৃতিকভাবে বেড়ে ওঠা গাছগুলিকে থেকে সাফ করা।

ব্যাখ্যা- এই ধারার ক্ষেত্রে- "অ-বনায়ন উদ্দেশ্য"-এর অর্থ কোন বনভূমি বা তার অংশ ভেঙে ফেলা বা পরিষ্কার করা নিম্নোক্ত কারনে-

ক) চা, কফি, মসলা, রাবার, খেজুর, তেল বহনকারী উদ্ভিদ, হর্টিকালচারাল ফসল বা ওষধি গাছের চাষ;

খ) পুনর্নির্মাণ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য;
কিন্তু বনাঞ্চল এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত বা আনুষঙ্গিক কোন কাজ এই ধারার অন্তর্ভুক্ত নয়, যথা, চেকপোস্ট স্থাপন, ফায়ার লাইন, বেতার যোগাযোগ এবং বেড়া নির্মাণ, সেতু ও কালভার্ট, বাঁধ, ওয়াটারহোল, পরিখা চিহ্ন, সীমানা চিহ্ন, পাইপলাইন বা অন্যান্য অনুরুপ উদ্দেশ্য।

৩. উপদেষ্টা কমিটির গঠন -

কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করতে পারে যে কমিটি সরকারকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলিতে পরামর্শ দেওয়ার উপযুক্ত --

i) ধারা ২ এর অধীনে অনুমোদন প্রদান; এবং

ii) কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা আহ্বান করা যে কোনো বিষয় যা বন সংরক্ষণের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

৩ ক. এই আইনের বিধান লঙ্ঘনের দণ্ড-

কেউ যদি এই আইনের ধারা 2 এর কোন বিধান লঙ্ঘন করে বা লঙ্ঘন করতে সাহায্য করে, সেই ব্যক্তির সাধারণ কারাদণ্ডের শাস্তি হবে, যা পনের দিন পর্যন্ত স্থায়ি হতে পারে।

৩ খ. কর্তৃপক্ষ এবং সরকারী দপ্তরের দ্বারা অপরাধ -

i) 'এই আইন'-এর অধীনে যখন কোন অপরাধ সংঘটিত হয় -
(ক) সরকারের কোন বিভাগ, বিভাগীয় প্রধান দ্বারা; অথবা

(খ) কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, বা প্রত্যেকটি ব্যক্তি, যে বা যারা, যখন অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল তখন প্রত্যক্ষভাবে দায়িত্বে ছিলেন, এবং কর্তৃপক্ষের সাথে সাথে কর্তৃপক্ষের কর্মসূচী পরিচালনার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে দায়বদ্ধ ছিলেন;
তারা অপরাধের জন্য দোষী বলে গণ্য হবেন এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং সে অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বিভাগীয় প্রধান বা ধারা (খ)-এ উল্লেখ করা কোন ব্যক্তি যদি প্রমাণ করেন যে অপরাধমূলক ঘটনাটি তার অজান্তেই সংঘটিত হয়েছিল বা তিনি এই ধরনের অপরাধমূলক ঘটনার প্রতিরোধ করার জন্য যথাযথ প্রচেষ্টা করেছিলেন, সেক্ষেত্রে এই উপধারায় এমন কোন বিধানের উল্লেখ নেই যা উহাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

ii) উপ-ধারা (১)-এ যা কিছুই উল্লেখ থাকুক না কেনো, সরকারের কোনো বিভাগ, 'এই আইন'-এর অধীনে দণ্ডনীয় অপরাধ ঘটালে অথবা উপ-ধারা (১)-এর ধারা (খ)-এ উল্লেখিত কোনো কর্তৃপক্ষ দ্বারা অপরাধ সংঘটিত হলে এবং কোনো বিভাগীয় প্রধান ব্যতীত অন্য কোন কর্মকর্তার বা কর্মকর্তাদের সম্মতিতে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে প্রমাণিত হলে, অথবা কোনো কর্মকর্তার অবহেলার এর জন্য দায়ী প্রমানিত হলে, অথবা উপ-ধারা (১) এর ধারা (খ)-এ উল্লেখিত ব্যক্তি ছাড়াও কর্তৃপক্ষের মধ্যে অন্য কেউ, এই ধরনের সকল কর্মকর্তা বা ব্যক্তিরা সেই অপরাধের জন্য দোষী বলে গণ্য হবেন এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং সেই অনুযায়ী শাস্তি পেতে হবে।

৪. নিয়ম তৈরির ক্ষমতা -

১) কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বিধানগুলি পালনের জন্য নিয়ম তৈরি করতে পারে।

২) 'এই আইন'-এর অধীনে প্রণীত প্রতিটি নিয়ম তৈরির পরে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, সংসদে অধিবেশন চলাকালীন একটি বা দুইটি বা ততোধিক অধিবেশন, সর্বমোট ত্রিশ দিনের মধ্যে, সংসদের প্রতিটি কক্ষের সামনে পেশ করতে হবে। যদি, অধিবেশন শেষ হবার আগে বা পূর্বে উল্লিখিত ধারাবাহিক অধিবেশনের পরে, সংসদের উভয় কক্ষই যদি নিয়মটিতে/ নিয়মগুলিতে কোন পরিবর্তন করার বিষয়ে সম্মত হয়, তাহলে নিয়মটি/ নিয়মগুলি পরিবর্তিত আকারেই প্রণীত হবে অথবা সংসদের উভয় কক্ষই যদি একমত হয় যে এই নিয়মটি/ নিয়মগুলি করা উচিত নয়, সেক্ষেত্রে নিয়মটি/ নিয়মগুলি বাতিল করা হবে; সুতরাং, সংসদের সিদ্ধান্ত, নিয়মটি/ নিয়মগুলি পরিবর্তন বা বাতিল করা, যাই হোক, সেই নিয়মের অধীনে পূর্বে করা কোন কিছুর বৈধতার প্রতি কোন প্রকার পক্ষপাত ছাড়াই ঘটাতে হবে।

৫. বাতিল এবং সংরক্ষণ -

(১) বন (সংরক্ষণ) অধ্যাদেশ, ১৯৮০-এর এক্ষনে প্রতিস্থাপিত করা হল।

(২) এই ধরনের রহিতকরণ সত্ত্বেও, উল্লিখিত অধ্যাদেশের বিধানের অধীনে যা কিছু করা হয়েছে বা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তা এই আইনের সংশ্লিষ্ট বিধানের অধীনে করা হয়েছে বা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে বলে গণ্য হবে।